‘মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত’-তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

গবেষণা সিরিজ-**২৭**

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান, সার্জারী বিভাগ (অব.)
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
E-mail: qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For online order: www. shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৯
তৃতীয় প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৯

কম্পিউটার কম্পোজ
QRF

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৩৫

মুদ্রণ ও বাঁধাই
অথেন্টিক প্রিন্টার্স
মতিঝিল, ঢাকা।

ক্রম.	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা
১	আলোচ্য বিষয়ের সার সংক্ষেপ	০৪
২	চিকিৎসক হয়েও কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলাম	০৫
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	০৯
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)	২১
৫	মূল বিষয়	২২
৬	মৃত্যুর সময় পূর্বনির্ধারিত তথ্যটি বিশ্বাসের কল্যাণ	২২
৭	মৃত্যুর সময় পূর্বনির্ধারিত তথ্যটি বিশ্বাসের অকল্যাণ	২২
৮	মৃত্যুর সময় সম্পর্কে Common sense (বাস্তবতা)	২৩
৯	মৃত্যুর সময় সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞান	২৪
১০	মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়	২৫
১১	মৃত্যুর সময়ের বিষয়ে কুরআনে উপস্থিত থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত	২৫
১২	মৃত্যুর সময়ের ব্যাপারে আল কুরআন	৩০
১৩	মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৩৭
১৪	মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস	৩৭
১৫	যে সকল আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা থেকে মৃত্যুর সময় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা সৃষ্টি হয়েছে এবং তার প্রকৃত ব্যাখ্যা	৪১
১৬	মৃত্যুর নির্ধারিত সময় পরিবর্তন করা সম্ভব কিনা?	৪৪
১৭	আয়ু বৃদ্ধি হওয়ার জন্যে মানুষ যা করতে পারে	৪৫
১৮	শেষ কথা	৪৫

আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ

বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সকলের ধারণা হলো- মানুষের মৃত্যুর একটি সময় আল্লাহ তা'য়ালা/সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত আছে। নির্ধারিত ঐ সময়েই সকলের মৃত্যু হবে। এক সেকেন্ড আগে বা পরে হবে না। কিন্তু কুরআন, সুন্নাহ, (জন্মগতভাবে আল্লাহ তা'য়ালা/সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস) Common sense/আকল/ বোধশক্তি/বিবেক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী মানুষের মৃত্যুর একটি শেষ সময় নির্ধারিত আছে। ঐ সময়ে কেউ পৌঁছাতে পারলে সাথে সাথে তার মৃত্যু হবে। আর ঐ নির্দিষ্ট শেষ সময়ের আগে অসংখ্য মূহুর্তে মানুষের মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। এটি নির্ভর করে রোগ ও চিকিৎসার ধরনের উপর। জীবনের যেকোন মুহুর্তে একটি কঠিন রোগ হলে আল্লাহ/সৃষ্টিকর্তা নির্ধারিত প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী যদি যথাযথ চিকিৎসা দেয়া যায় তবে মৃত্যু না হয়ে জীবন এগোতে থাকবে মৃত্যুর নির্দিষ্ট শেষ সময়ের দিকে। আর তা না হলে ঐ রোগে ঐ মুহুর্তে মৃত্যু হবে। এ বিষয়টিই Common sense, Medical science, কুরআন ও হাদীসের তথ্যের মাধ্যমে পুস্তিকাটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

চিকিৎসক হয়েও কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেনো কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড় বড় বই পড়ে বড় চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবখানি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মূল (১ম স্তরের মৌলিক) অধিকাংশ ২য় স্তরের মৌলিক (১ম স্তরের মৌলিকের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক) এবং ২/১ অমৌলিক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান

মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরেনা, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেননা (তাদের ছোটখাট গুনাহও মাফ করবেননা), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোট ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড় ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড় কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোট ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করেনা বা মানুষকে জানায়না, তারা যেনো তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবেনা। অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবেনা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেননা। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতখানি আমার মনে পড়লো-

كِتٰبٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ: এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেনো কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দূরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রাসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবেনা (বলা বন্ধ করবেনা) বা ঘুরিয়ে বলবেনা।

কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮:২২, আন-নিসা/ ৪:৮০) আল্লাহ রাসূল (স.)কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবেনা। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবেনা, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখনিতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলোনা। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস,

বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরো অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বইটি লেখা আরম্ভ করি ০৫. ০৫. ২০০৮ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেনো এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেনো আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান
০৫. ০৫. ২০০৮ খ্রি.

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক।

ক. আল কুরআন

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রাসূল মুহাম্মদ (স.) এর পর আর কোনো নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রাসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা।'

(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সূন্নাহ (হাদীস)

সূন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রাসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রাসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সূন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দ্বারা যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সূন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয়না। তাই সূন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনও বিরোধী হবেনা। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আল হাক্কাহ এর ৪৪-৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ.

অনুবাদ: আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অত:পর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অত:পর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(আল হাক্কাহ/৬৯: ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। কিন্তু তা মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. **Common sense**

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense-**এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো' নামক পুস্তিকাটিতে। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি দিক সম্পর্কিত বাস্তবতা, কুরআন ও হাদীসের কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো। তথ্যগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের জানা ও মানা দরকার।

বাস্তবতা

মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের জন্য কোনটি উপকারী (সঠিক) এবং কোনটি ক্ষতিকর (ভুল বা রোগসৃষ্টিকারী) তা পার্থক্য করতে পারা এবং উপকারী জিনিস শরীরে ঢুকতে দেয়া ও ক্ষতিকর জিনিস ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্হা (Immunological System) নামের মহাকল্যাণকর এক দারোয়ান আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। মানুষের জীবন শান্তিময় হওয়ার জন্য সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্হা নামের মহাকল্যাণকর এক দারোয়ান সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই সহজে বলা যায়, সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার জন্য কোনো একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান জন্মগতভাবে সকল মানুষকে মহান আল্লাহর দেয়ার কথা। বাস্তবে আল্লাহ

তা'য়ালা সকল মানুষকে তা দিয়েছেন। সে দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

কুরআন

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۞ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۞ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ؕ

অনুবাদ: কসম মনের (অন্তর/Mind) এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক), (পার্থক্য করার শক্তি)। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) অবদমিত করবে।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

ব্যাখ্যা: ভুল ও সঠিক পার্থক্য করার শক্তি হলো 'জ্ঞানের শক্তি'। মহান আল্লাহ মানুষকে জন্মগতভাবে দু'টি শক্তি দিয়েছেন-জীবনী শক্তি ও জ্ঞানের শক্তি। জীবনী শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ফুঁক', যা তিনি জানিয়েছেন সূরা হিজরের ২৯ নং আয়াতে-

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ.

অনুবাদ: যখন আমি তাকে বিন্যস্ত করবো এবং আমার রূহ থেকে কিছু তাকে ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তাঁর প্রতি সিজদাবনত হবে।

(হিজর/১৫: ২৯)

অন্যদিকে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ইলহাম'। যা তিনি জানিয়েছেন সূরা শামসের ৭ ও ৮ নং আয়াতের মধ্যে।

তাই, সূরা শামসের ৮নং আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ বলেছেন- তিনি জন্মগত-ভাবে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দিয়েছেন। জন্মগতভাবে লাভ করা এই জ্ঞানের শক্তিকে বোধশক্তি, বিবেক, Common sense, আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বা **عقل** বলে। এ কথাটি যে সত্য, তা আমরা সকলেই অনুভব করি।

অন্যদিকে, সূরা শামসের ৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায় জন্মগতভাবে লাভ করা এই শক্তিটি উৎকর্ষিত বা অবদমিত হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য সঠিক ও ভুল উভয়টি হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য অপ্রমাণিত (সাধারণ)।

হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ 'مُسْنَدِهِ 'حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُولِ ﷺ أَسْأَلُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ، وَالْإِثْمِ. فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: الْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْهُ النَّاسُ.

অনুবাদ: ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.), আবূ আবদুল্লাহ আস-সুলামী (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবদুর রহমান বিন মাহদী থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন- আবূ আবদুল্লাহ আস-সুলামী (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-এর সাহাবী ওয়াবেসাকে (রা.) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, আমি রসূল (স.)-এর নিকট নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আসলাম। তখন রসূল (স.) বললেন, তুমি কি নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? তখন আমি বললাম: আপনাকে যিনি সত্যসহ নবী হিসেবে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তার শপথ করে বলছি, আমি এটি ভিন্ন অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতে আসিনি। তখন রসূল (স.) বললেন, নেকী হলো সেটি যা দ্বারা তোমার (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে (সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে অবস্থিত মন) স্বস্তি/প্রশান্তি লাভ করে। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে (সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে অবস্থিত মন) সন্দেহ/ সংশয়/অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও মানুষ তোমাকে সে বিষয়ে ফতোয়া দেয়।

- মুসনাদে আহমাদ, আবূ আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রি.) مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ (সিরিয়ান সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ نَزَلَ الرَّقَّةَ (ওয়াবেসা বিন মা'বাদ আল-আসাদী-এর হাদীস), ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ১৭৯২২, পৃ. ৫৬৩।

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যা বুঝতে পারে কোনোটি সঠিক ও কোনোটি ভুল।

মানুষের মনের ঐ শক্তিকে বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বলে।

হাদীসখানির শেষে 'যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়' কথাটির মাধ্যমে রাসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেনো।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

অনুবাদ: ইমাম আহমদ (রহ.), আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল আলা থেকে শুনে তাঁর হাদিস গ্রন্থে লিখেছেন- আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে। অনুরূপ ইসলামের ফিতরাতে ভূমিষ্ট সন্তানকে মা-বাবা তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন ধারায় প্রবাহিত করে ভ্রান্তধর্মী বানিয়ে ফেলে)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানি থেকে জানা যায় যে, শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে Common sense পরিবর্তীত হয়ে যায়। অর্থাৎ ইসলামের বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে Common sense অবদমিত হয়। আর ইসলামের সম্পূরক শিক্ষা ও অনুকূল পরিবেশের প্রভাবে Common sense উৎকর্ষিত হয়।

- মুসনাদে আহমাদ, আবূ আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রি.) مُسْنَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ (সিরিয়ান সাহাবীদের হাদিস) مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ওয়াবেসা বিন মা'বাদ আল-আসাদী'র হাদিস), ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৭১৮১, পৃ. ৪২৪।

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ আরো হাদীস থেকে জানা যায়, মা-বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ মানব শিশুকে ইসলামী প্রকৃতি থেকে সরিয়ে ইহুদী, ঈসায়ী বা মজুসী তথা অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense অবদমিত বা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই সে অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী হয়ে যায়।

তাই, কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেই জানি-পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা Common sense পরিবর্তিত হয়। আর তাই Common sense বিরোধী কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। আবার Common sense সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

Common sense এর গুরুত্ব

Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করার গুরুত্ব কি পরিমাণ তা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

তথ্য-১

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা: যারা Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে লাগায় না তাদেরকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- একটি হিংস্র জীব ২-৪ জনের বেশি মানুষের ক্ষতি করতে পারেনা। মানুষ সেটিকে মেরে ফেলে। কিন্তু Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো একজন মানুষ (Non-sense মানুষ) লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি করতে পারে।

তথ্য-২

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ: আর যারা Common sense কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন (ভুল চেপে বসে)।

(ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করে তবে

আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম বা প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য-৩

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ.

অনুবাদ: তারা আরো বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা কুরআন ও সূন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সূন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। কারণ, Common sense কে কুরআন ও সূন্নাহর সাথে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে তারা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারতো। আর সহজেই বুঝতে পারতো যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কুরআন ও সূন্নাহর সকল কথা Common sense সম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারতো এবং তাদের জাহান্নামে যেতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বুঝা যায়, কুরআন ও সূন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার একটা কারণ হবে।

তাই, **Common sense**-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি সাধারণ (অপ্রমাণিত) উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে। তবে Common sense ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে-

ক. Common sense বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা অধঃপতিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে Common sense উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-সূন্নাহর কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয়না

গ. মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী কুরআন এর কোনো বক্তব্য যদি বুঝা না যায় তবুও তাকে সত্য বলে নি:সন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোনো কোনো আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে নাও আসতে পারে। আর এ কারণেই আল্লাহ Common sense এর ব্যবহার এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাকে কোনো বিশেষ কালের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করে

দেননি। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি-

১. অল্প সময়ে রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (স.) মে'রাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (VIDEO recording) এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'কাজ দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব ছিলো না। তাই পুরাতন তাফসীরগুলোতে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা (রেকর্ডিং কর্মচারী) দিয়ে ভিডিও রেকর্ডের মত রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্ক (Computer disk) বা তার চেয়েও উন্নত কোনো পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রাখছেন। শেষ বিচারের দিন এ রেকর্ড তথ্য-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের মোফাসসিরগণের পক্ষে তার সঠিক তাফসীর করা সম্ভব হয়নি। আর এর কারণ হলো বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তর পর্যন্ত না পৌঁছানো। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া এবং উৎকর্ষিত হওয়ার কারণে পরের যুগের যোগ্য মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহ অধিক ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারার বিষয়টি রাসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ البخاري رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ ..... أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ .....

অনুবাদ: ইমাম বুখারী (রহ.), আবূ বাকরা (রা.) এর বলা বর্ণনা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন- আবূ বাকরা (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন নবী (স.) আমাদের খুত্বা দিলেন এবং বললেনঃ ... ... সাবধান! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছায়েছি (রিসালাতের বাণী)? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হ্যাঁ। (অত:পর) তিনি বললেন- হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। অত:পর উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ বক্তব্য পৌঁছে দেয়। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে যার নিকট পৌঁছানো হয় সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হয় ... ...।

- সহীহুল বুখারী, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (আল-কাহিরাহ: মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রি.),كِتَابُ الحَجِّ (হজ্জ অধ্যায়), بَابُ الخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى (মিনা দিবসে খুৎবা প্রদান পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ১৭৪১, পৃ. ২০৮।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ، قُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقُمْنَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ ﷺ يَقُولُ: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

অনুবাদ: ইমাম তিরমিযী (রহ.), যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) -এর বলা বর্ণনা, সনদের ৭ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন- সনদের ২য় ব্যক্তি আবান ইবনু ওসমান (রহ) বলেন, কোনো একদিন যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) ঠিক দুপুরের সময় মারওয়ানের নিকট হতে বেরিয়ে আসলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবতঃ কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রসূলুল্লাহ (স.) -এর নিকট শুনেছি। আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি- আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ- উজ্জ্বল করুন, যে আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা স্মরন রেখেছে, অন্যের নিকট পৌঁছে

দিয়েছে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।

- সুনানুত তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী (মিসর: দারুল মাওয়াদ্দাহ, ২০১৩ খ্রি.), أَبْوَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (রসূলুল্লাহ স. থেকে জ্ঞান অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ (শ্রুত জ্ঞান প্রচারে অনুপ্রেরণা দেয়া পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৫৬, পৃ. ৪৭১।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয়না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেনো? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense এর ন্যায় বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ... ... ...

অনুবাদ: শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে

থাকবো, যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে যা বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তি বলতে কুরআন, সূন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও সত্য কাহিনীর ভিত্তিতে জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস (আকল/বিবেক/বোধশক্তি) উৎকর্ষিত হওয়া ব্যক্তিকে বোঝায়। আর কিয়াস হলো- কুরআন ও সূন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় নেই এমন বিষয়ে কুরআন সূন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে যে কোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার আলোকে পরিচালিত গবেষণার ফল। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে। কারো গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যমূল। তাই সহজে বলা যায়- কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সূন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালাটি (প্রবাহচিত্র) মহান আল্লাহ সার সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭নং আয়াতসহ আরো আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রাসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন, সুন্নাহ ও **Common sense** ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)' নামক বইটিতে। প্রবাহ চিত্রটি এখানে উপস্থাপন করা হলো-

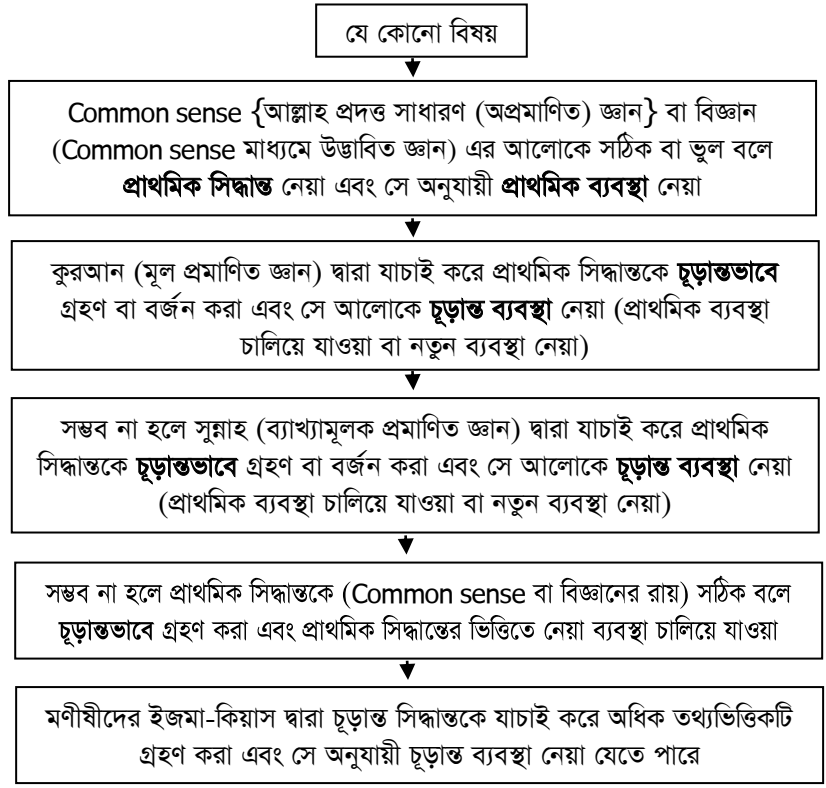

মূল বিষয়

মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা হলো- আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের জন্যে মৃত্যুর একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। কোনো ব্যক্তি তার জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা সময়ের বিন্দুমাত্র আগে বা পরে মরবে না। এ বিশ্বাস সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। এ বিশ্বাসের কারণেই মানুষেরা বলে -

১. আমি জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কাজ করতে ভয় পাই না। কারণ, আমার জন্যে আল্লাহ মৃত্যুর যে সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তার এক সেকেন্ড পূর্বে আমার মৃত্যু হবে না।

২. কষ্টকর/ব্যয়বহুল চিকিৎসাটি আমি নেব না। কারণ চিকিৎসা নিলেও আমার জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা সময়ে আমার মৃত্যু হবে; আর না নিলেও ঐ সময়েই আমার মৃত্যু হবে।

৩. ভয় করিস না হায়াত থাকলে কেউ মারতে পারবে না।

৪. ইত্যাদি।

বর্তমান চেষ্টার উদ্দেশ্য হলো কুরআন, হাদীস, Common sense ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্যের আলোকে পর্যালোচনা করে দেখা যে প্রচলিত কথাগুলো সঠিক কিনা। আর সঠিক না হলে সঠিক তথ্য কী তা বিশ্বের মানুষকে জানানো এবং এর মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার বিপুল কল্যাণ করা।

মৃত্যুর সময় পূর্বনির্ধারিত তথ্যটি বিশ্বাসের কল্যাণ!

এই তথ্যটি জানা ও বিশ্বাস করা ব্যক্তির ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে সাহস অনেক বেড়ে যায়। কারণ, সে জানে যে, তার জন্য নির্ধারিত সময়ের আগে সে মরবে না বা কেউ তাকে মারতে পারবে না। তবে ভয়ে বা নির্ভয়ে যে কাজই করা হোক না কেন, যে ধরনের কাজ করা হয়েছে তার জন্য আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইনে যে ফল নির্ধারিত আছে তা অবশ্যই ঘটবে।

মৃত্যুর সময় পূর্বনির্ধারিত তথ্যটি বিশ্বাসের অকল্যাণ

১. শরীর সুস্থ রাখার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণে মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে বা তেমন গুরুত্ব দেয় না। আর এর ফলে অনেক মানুষের অকালে মৃত্যু হয়।

২. মৃত্যুর অনুঘটকগুলো (রোগ, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি) থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইনে যে বিধান নির্দিষ্ট করা আছে, গবেষণার মাধ্যমে তা আবিষ্কার করার আগ্রহ মানুষ হারিয়ে ফেলে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- মুসলিম জাতি চিকিৎসা বিদ্যায় পৃথিবীর সকল জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। মৃত্যুর সময় পূর্বনির্ধারিত তথ্যটি, চিকিৎসা বিদ্যায় তাদের অকল্পনীয়ভাবে পিছিয়ে পড়ার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। কারণ এ তথ্যটি তাদের চিকিৎসা বিদ্যা নিয়ে গবেষণার স্পৃহা কমিয়ে দিয়েছে।

মৃত্যুর সময় সম্পর্কে Common sense (বাস্তবতা)

তথ্য-১

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। এর কারণ হলো -মৃত্যুর কিছু অনুঘটকের (Factor) প্রতিরোধ বা চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হওয়া ও প্রয়োগ করা। ঐ অনুঘটকের কয়েকটি হলো-

- গুটি বসন্ত
- কলেরা
- পোলিও
- টিটেনাস
- শিশুমৃত্যু
- প্রসূতিমৃত্যু
- হার্ট এ্যাটাক
- HIV and AIDS

ব্যক্তি মানুষের আয়ু বাড়লেই শুধু দেশের মানুষের গড় আয়ু বাড়ে।

তথ্য-২

আফ্রিকা মহাদেশের বেশকিছু দেশের মানুষের গড় আয়ু কমছে। এর কারণ হলো- AIDS নামক মৃত্যুর এক অনুঘটকের (Factor) উদ্ভব ঘটা এবং তার যথাযথ চিকিৎসা না করতে পারা।

তথ্য-৩

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে গাড়ীর সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা ও তা থেকে মৃত্যুর সংখ্যা, উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক কম। এর কারণ হলো- সড়ক দুর্ঘটনা নামক মৃত্যুর একটি অনুঘটকের প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়া লোকদের চিকিৎসা ব্যবস্থা, উন্নত দেশগুলোতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় অনেক উন্নত।

তথ্য-৪

জরুরীভাবে উন্নত চিকিৎসা দেয়া দরকার হওয়া রোগে (হার্ট এ্যটাক) আক্রান্ত হলে, দূর পাড়া গাঁয়ে থাকা ব্যক্তিকে বাঁচানো সম্ভব নয়। কিন্তু ঢাকায় থাকা ব্যক্তিকে বাঁচানো সম্ভব। এর কারণ হলো- আক্রান্ত হওয়ার পর যথাযথ চিকিৎসা

আরম্ভ করতে পারার সময়ের ব্যবধান ঐ ধরনের রুগীর সেরে উঠা না উঠার একটি অনুঘটক (Factor) ।

♣♣ Common sense এ সকল তথ্য থেকে সহজে বলা যায় যে, মৃত্যুর বিভিন্ন অনুঘটককে (Factor) যথাযথভাবে প্রতিরোধ বা চিকিৎসা করতে পারলে মানুষ বেশি আয়ু পায়। অন্যথায় মানুষ কম আয়ু পায়।

মৃত্যুর সময় সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞান

চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছু প্রতিষ্ঠিত সত্য :

তথ্য-১

পূর্ণবয়সে পৌঁছার পর থেকে মানুষের শরীরের কোষগুলো ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে এবং একদিন তা অকেজো হয়ে যায়। এটিকে বয়বৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) বলে। তাই, কোনো রোগ না হলোও বয়বৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের আয়ুর একটি নির্দিষ্ট শেষ সীমা আছে। যেখানে পৌঁছলে ব্যক্তির অবশ্যই মৃত্যু হবে। কিন্তু মানুষ সাধারণত আয়ুর ঐ শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। কারণ, রোগ-ব্যাধি মানুষের হয়ই এবং সকল রোগের এক শতভাগ নির্ভুল চিকিৎসা মানুষের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ সাধারণত সকল মানুষ তার আয়ুর নির্দিষ্ট শেষ সীমার পূর্বেই মারা যায়।

তথ্য-২

মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মের পর কয়েকমাস কম থাকে। তারপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা শক্তিশালী হতে থাকে এবং পূর্ণবয়সে তা সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী হয়। এরপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মানের ওপর জীবানু দ্বারা মানুষের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনার মাত্রা নির্ভর করে। তাই, জন্মের পর কয়েকমাস মানুষের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমতে থাকে এবং পূর্ণবয়সকালে রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম থাকে। এরপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

তথ্য-৩

যত দিন যাচ্ছে তত নতুন ঔষধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হচ্ছে এবং তা প্রয়োগ করে এমন রোগ নিরাময় করা সম্ভব হচ্ছে যা পূর্বে সম্ভব ছিল না।

♣♣ Common sense ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের এ তথ্যগুলো থেকে জানা যায় যে-

১. বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর একটি নির্দিষ্ট শেষ সময় আছে। ঐসময়ে পৌঁছালে (যা সাধারণত সম্ভব নয়) মানুষকে অবশ্যই মৃত্যু বরণ করতে হবে।

২. মৃত্যুর ঐ নির্দিষ্ট শেষ সময়ের আগে রোগ হওয়া এবং তার যথাযথ চিকিৎসা দিতে পারা বা না পারার ভিত্তিতে, প্রতিটি মূহূর্তে মানুষের মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া আয়ুর শেষ সীমার ভিতরে থেকে মানুষ আয়ু বেশি পেতে পারে আবার কমও পেতে পারে।

মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়

২১নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুলজ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়- মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো-

১. বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর একটি নির্দিষ্ট শেষ সময় আছে। ঐখানে পৌঁছালে (যা সাধারণত সম্ভব নয়) মানুষকে অবশ্যই মৃত্যু বরণ করতে হবে।

২. মৃত্যুর ঐ নির্দিষ্ট শেষ সময়ের আগে, রোগ হওয়া এবং তার যথাযথ চিকিৎসা দিতে পারা বা না পারার ভিত্তিতে, প্রতিটি মূহূর্তে মানুষের মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া আয়ুর শেষ সীমার ভিতরে থেকে মানুষ আয়ু বেশি পেতে পারে আবার কমও পেতে পারে।

মৃত্যুর সময়ের বিষয়ে কুরআনে উপস্থিত থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

একটি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে (ও সুন্নায়) উপস্থিত থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্বশর্ত মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে স্পষ্টকরে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ না থাকার কারণে বর্তমান মুসলিম জাতি ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নায় উপস্থিত থাকা প্রকৃত তথ্য খুঁজে পায়নি। তাই, ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান ও আমল কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বহু দূরে। এ কারণে, বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কুরআনের সরাসরি বক্তব্য হলো-

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ: প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে- মানুষের মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে- What mind does not know eye will not see. এ তথ্যটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ব সম্পর্কিত একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য তথ্য।

এ বিষয়ে সহজ একটি উদাহরণ হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি। রোগের লক্ষণ (Symptoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রোগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব হয় নয়। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে ভালোভাবে শিখিয়ে দেয়া হয়। আর সকল চিকিৎসক তাদের প্রতিদিনের জীবনে তথ্যটির সত্যতার প্রমাণ বাস্তবে দেখে।

তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়- একটি বিষয় সম্পর্কে সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে থাকা জ্ঞানের শক্তি Common sense-এ আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। আর তাই, এ আয়াত অনুযায়ী- একটি বিষয় ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে Common sense-এ আগে থেকে ধারণা থাকা ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত।

প্রশ্ন আসতে পারে- কুরআনে উল্লেখ থাকা সকল বিষয় সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান মানুষের Common sense-এ আছে কী? না তা নেই। তবে প্রকৃত বিষয় হলো- Common sense নামক জ্ঞানের উৎসটিকে আল্লাহ জন্মগতভাবে ইলহামের মাধ্যমে কিছু বুনিয়াদি (Basic) জ্ঞান দিয়ে দিয়েছেন। এ বুনিয়াদি জ্ঞান হলো সাধারণ নৈতিকতার বিষয়গুলো। যেমন- সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা খারাপ, পরোপকার করা ভালো, কারো ক্ষতি করা খারাপ, ঘুষ খাওয়া খারাপ ইত্যাদি অসংখ্যা বিষয়। এ তথ্যটা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا .

অনুবাদ: আর শপথ মানুষের মনের (অন্তর/Mind) এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার

অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি Common sense)।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

অন্যদিকে Common sense-কে উৎকর্ষিত করা যায়। আর কিভাবে সেটি করা যায় তা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

তথ্য-১

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ

অনুবাদ: তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতে পারতো যার মাধ্যমে (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর সঠিকভাবে বোঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বোঝার মতো Common sense, দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত শিক্ষা সহজে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের উপায় হিসেবে দেশ ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে-

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) বই পড়া
- Geographic channel দেখা
- Discovery channel দেখা

তথ্য-২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا .....

অনুবাদ: হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও তবে তিনি তোমাদের ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি (উৎকর্ষিত করে) দিবেন .....

(আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ-সচেতন হওয়ার উপায়সমূহ হলো-

১. কুরআন, সুন্নাহ অধ্যয়ন করা

২. দেশ ভ্রমণ করা, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বই পড়া, Geographic ও Discovery channel দেখা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা।

তাই, এ আয়াতখানির প্রকৃত বক্তব্য হলো- উপরে উল্লিখিত উপায়সমুহে জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ-সচেতন হতে পারলে মানুষের Common sense উৎকর্ষিত হয়।

তাহলে উল্লিখিত আয়াতসূহের আলোকে বলা যায়- উপরে উল্লিখিত উপায়সমূহের মাধ্যমে Common sense-কে যে যত উৎকর্ষিত করতে পারবে সে ততো কুরআন (ও সুন্নাহ) ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।

মৃত্যুর সময় সম্পর্কে Common sense ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্য তথা ইসলামের প্রাথমিক রায় আমাদের মাথায় আছে। তাই, এখন আমাদের পক্ষে মৃত্যুর সময় সম্পর্কে কুরআনে (ও হাদীস) থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। কিন্তু একটি বিষয়ে কুরআনে থাকা দু'একটি তথ্য খুঁজে পেলেই ঐ বিষয়ে কুরআনের রায় জানা হয়ে গেল বিষয়টি মোটেই এমন নয়। কুরআনের তথ্য ব্যবহার করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হলে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি অবশ্যই জানতে হবে। একজন ব্যক্তির একটি বিষয়ে কুরআনের অনেক তথ্য জানা থাকলেও কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি জানা না থাকলে, বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনের চুড়ান্ত রায় বের করতে সে শতভাগ ব্যর্থ হবে। বিষয়টি ঠিক তদ্রুপ যেমন একজন সার্জারী চিকিৎসকের সার্জারীর অনেক তথ্য জানা আছে কিন্তু তার সার্জারীর মূলনীতি (Principle of surgery) জানা নেই। এ ধরনের সার্জনের করা সকল অপারেশন শতভাগ ব্যর্থ হবে। তাই কুরআন থেকে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতিসমূহ অবশ্যই জানতে হবে।

কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি

কুরআনে থাকা তথ্য পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার নীতিমালা কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সে নীতিমালা বর্তমান কালের মুসলিমরা হারিয়ে ফেলেছে। তাই, ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে তাদের জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বহু দূরে। কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর আলোকে সে মূল নীতিসমূহ হলো-

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন

৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান বা অন্য যাই হোক না কেন

৫. ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বিষয়ে সত্য উদাহরণকে আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেয়া

৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common sense-এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসূখ) হওয়া কোনো আয়াত নেই তথা কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে বিষয়টি মনে রাখা

৮. আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান।

অন্যদিকে কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন বা ব্যাখ্যা করার সাথে আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞানের সাথে বাকি ৭টি মূলনীতির সম্পর্ক হলো-

সম্পর্ক-১

আরবী ভাষা ও গ্রামারের ভালো জ্ঞান না থাকলে সরাসরি কুরআন অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।

সম্পর্ক-২

আরবী ভাষা ও গ্রামারের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের যথাযথ জ্ঞান অর্জন বা অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

সম্পর্ক-৩

আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন যদি তিনি অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

সম্পর্ক-৪

আরবী ভাষা ও গ্রামারের কিছু জ্ঞান থাকা ব্যক্তি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

সম্পর্ক-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে, বুঝাতে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার আরবী ভাষা ও গ্রামারেরও ভালো জ্ঞান আছে এবং অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)'** (গবেষণা সিরিজ-১২) বইটিতে।

মৃত্যুর সময়ের ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায় (Common sense ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্য) এবং কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি এখন আমাদের মাথায় আছে। চলুন এখন মৃত্যুর সময়ের ব্যাপারে আল কুরআনে কি কি তথ্য আছে তা খোঁজা যাক। তারপর আমরা সে তথ্য ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা অনুযায়ি বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায় জানার চেষ্টা করবো।

মৃত্যুর সময়ের ব্যাপারে আল কুরআন

তথ্য-১

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً ط وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ.

অনুবাদ: তিনিই তোমাদের মাটি হতে (মাটির মৌলিক উপাদান হতে) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর (মৃত্যুর) একটি (অনির্দিষ্ট/পরিবর্তনশীল) সময় নির্ধারন করেছেন। আর (মুত্যুর) একটি সুনির্দিষ্ট (অপরিবর্তনীয়) সময় তার নিকট নির্ধারিত রয়েছে; এরপরও তোমরা সন্দেহ করো?

(আনআম/৬ : ২)

ব্যাখ্যা: এখানে মৃত্যুর দু'টি মেয়াদের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় মেয়াদটি সুনির্দিষ্ট। তাই প্রথম মেয়াদটি হবে অনির্দিষ্ট। মৃত্যুর অনির্দিষ্ট মেয়াদ হলো সেটি, যেখানে মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। আর মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট মেয়াদ হলো সেটি, যেখানে পৌঁছালে মৃত্যু অবশ্যই হবে। পরে আসা কয়েকটি আয়াত এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী এটি হলো বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া সময়টি। তাই এ আয়াত অনুযায়ী মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময়টিতে পৌঁছার আগে অসংখ্য অবস্থানে মানুষের মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। অর্থাৎ মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে থেকে মানুষের আয়ু বেশি হতে পারে আবার কমও হতে পারে।

তথ্য-২

وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.

অনুবাদ: আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা যাকে দীর্ঘায়ু দান করি তাকে আমরা সৃষ্টিগত দিক দিয়ে পূর্বের (শিশুকালের) অবস্থায় ফিরিয়ে দেই; তবুও কি তোমরা (জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস) Common sense-কে ব্যবহার করবে না?

(ইয়াসীন/৩৬ : ৬৮)

ব্যাখ্যা: চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য হলো যৌবনের পর বয়স বাড়তে থাকার সাথে সাথে মানুষের শরীরের বিভিন্ন কোষগুলো দুর্বল হয়ে কর্ম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকে। আর এভাবে কোনো রোগ না হলেও মানুষের শরীরের কোষগুলো একদিন অকেজো হয়ে যায় এবং মানুষের মৃত্যু হয়।

তাই আয়াতখানির **'আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা যাকে দীর্ঘায়ু দান করি তাকে আমরা সৃষ্টিগত দিক দিয়ে পূর্বের (শিশুকালের) অবস্থায় ফিরিয়ে দেই' অংশের ব্যাখ্যা হলো-** আর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী- যে দীর্ঘায়ু পায় সৃষ্টিতত্ব তথা বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী তার শরীরের কোষগুলো ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। তাই, জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্ম ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে সে ধীরে ধীরে শিশুকালের অবস্থায় ফিরে যেতে থাকে। এভাবে কোনো রোগ না হলেও তার শরীরে কোষগুলো একদিন অকেজো হয়ে যায় এবং সে মৃত্যুবরণ করে।

তথ্য-৩

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ج وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ط

অনুবাদ: হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দেহপোষণ কর তবে (ভেবে দেখ) আমি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের মাটি থেকে (মাটির মৌলিক উপাদান থেকে) সৃষ্টি করেছি, তারপর ফোঁটা (আকৃতির বস্তু) থেকে তারপর কোন স্থান থেকে ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতির চিবানো মাংসপিণ্ড সদৃশ বস্তু থেকে, (সৃষ্টির এ পর্যায়গুলো উল্লেখ করছি পুনরুত্থান ঘটাতে আমি সক্ষম সে বিষয়টি) তোমাদের নিকট স্পষ্ট করার জন্য; আর আমার (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছায় তা (ভ্রুণ) এক নিদির্ষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থির থাকে তারপর আমি তোমাদের শিশুরূপে বের করি যেন পরে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হতে পার; এরপর তোমাদের মধ্যে কাউকে মৃত্যু দেয়া হয় এবং কাউকে পৌঁছানো হয় জরাজীর্ণ বয়সে (বার্ধক্যে) যখন অনেক জানার পরেও তারা ভুলে যায়;

(হজ্জ/ ২২ : ৫)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে প্রথমে মাতৃগর্ভে ভ্রুণের বৃদ্ধির স্তরগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। ১৫০০ বছর আগের এ বর্ণনা এবং বর্তমান কালের চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আয়াতখানির শেষ অংশে বলা হয়েছে -'আর তোমাদের মধ্যে কাউকে মৃত্যু দেয়া হয়। আবার কাউকে এমন নিকৃষ্ট বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয় যে, সে জানার পরও সব ভুলে যায়'। এ বক্তব্যের মাধ্যমেও সৃষ্টিতত্ত্বের বয়োবৃদ্ধির নিয়মের (Aging process) নীতির একটি দিক জানানো হয়েছে। সে দিকটি হলো- মানুষের বয়স যখন বেশি হয় তখন বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী মস্তিষ্কের স্মরণশক্তি বিষয়ক কোষগুলো অনেক দুর্বল হয়ে যায়। তাই সে জানা জিনিসও ভুলে যায়।

তাই এ আয়াত অনুযায়ী- কোনো রোগ না হলেও মানুষের শরীরের কোষগুলো একদিন অকেজো হয়ে যাবে। ফলে সে মৃত্যুবরণ করবে।

তথ্য-৪

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ج فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيهَاالْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون .

অনুবাদ: আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) প্রাণহরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের নিদ্রার সময়; অতঃপর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ রেখে দেন এবং অপরগুলো ফিরিয়ে দেন এক নিদিষ্ট সময়ের দিকে পৌছানোর জন্য; ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন (বৈজ্ঞানিক শিক্ষা) রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ।

(যুমার/৩৯ : ৪২)

ব্যাখ্যা: আল কুরআনের যে সকল স্থানে আল্লাহ কোন কাজ করেন বলা হয়েছে তার অধিকাংশ স্থানে ঐ কাজটি আল্লাহ অতাৎক্ষণিকভাবে করেন তথা ঐ কাজটি আল্লাহর তৈরি করা প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধান অনুযায়ী হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। তাই এ আয়াতের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ -

'আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) প্রাণহরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের নিদ্রার সময়' অংশের ব্যাখ্যা: 'মৃত্যু' ও 'ঘুম' এ দুই সময় আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী মানুষের প্রাণশক্তি আংশিকভাবে উঠে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী ঘুম হলো Physiological death.

‘অতঃপর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ রেখে দেন এবং অপরগুলো ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের দিকে পৌছানোর জন্য’ অংশের ব্যাখ্যা: ঘুমের মধ্যে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযাযী কারো কারো মৃত্যু হয়। আর যাদের মৃত্যু হয় না, ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর তাদের জীবন এগোতে থাকে মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ের দিকে পৌছানোর জন্য তথা বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া মৃত্যুর সময়টির দিকে পৌছানোর জন্য। এখান থেকে বোঝা যায়, ঘুম হলো মৃত্যুর একটি অনুঘটক। আল্লাহ নির্ধারিত অন্য অনুঘটকের প্রভাবে নির্ধারিত হয় ঘুমের সময় মৃত্যু হবে কি হবে না।

‘এতে অবশ্যই চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে’ অংশের ব্যাখ্যা: যারা চিন্তাশীল তারা এ তথ্য নিয়ে গবেষণা করলে জীবন-মৃত্যু সম্পর্কিত অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

তাই পুরো আয়াতখানির শিক্ষা হলো -

১. মৃত্যুর দুই ধরনের সময় আছে। একটি অনির্দিষ্ট বা পরিবর্তনশীল। আর অন্যটি সুনির্দিষ্ট বা অপরিবর্তনীয়।
২. মৃত্যুর একটি অনুঘটক হলো ‘ঘুম’।
৩. এক রাতের ঘুমের সময় মৃত্যু না হলে অন্য রাতের ঘুমের সময় তা হতে পারে।

তাই এ আয়াত অনুযায়ীও বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময়টিতে পৌঁছার আগে অসংখ্য অবস্থানে মানুষের মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। অর্থাৎ মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময়টির ভিতরে থেকে মানুষের আয়ু বেশি হতে পারে আবার কমও হতে পারে।

তথ্য-৫

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

অনুবাদ: আর তিনি রাতে তোমাদের ওফাত (ঘুম) দান করেন এবং দিনে তোমরা যেসব কাজ কর তা তিনি জানেন, অতপর তিনি তোমাদের পুনর্জাগরিত করেন যাতে (বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারন করা মৃত্যুর) সুনিদিষ্ট সময়টি পূর্ণ করার দিকে এগিয়ে যেতে পারো।; অতপর তার দিকেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে, তারপর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে তিনি অবহিত করবেন।

(আনআম/৬:৬০)

ব্যাখ্যা: ৪নং তথ্যের আয়াতখানির ন্যায় এ আয়াত ব্যাখ্যা করেও যে তথ্য বেরিয়ে আসে তা হলো- বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী নির্দৃষ্ট হওয়া মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময়টিতে পৌঁছার আগে অসংখ্য অবস্থানে মানুষের মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। অর্থাৎ মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময়টির ভিতরে থেকে মানুষের আয়ু বেশি হতে পারে আবার কমও হতে পারে।

তথ্য-৬

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

অনুবাদ: তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি (মাটির মৌলিক উপাদান) থেকে, অতঃপর ফোঁটা আকৃতির বস্তু থেকে, তারপর কোনো স্থান হতে ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু থেকে, অতঃপর তোমাদের বের করে আনেন শিশুরূপে, তারপর তোমরা উপস্থিত হও তোমাদের যৌবনে, **অতঃপর হয়ে যাও বৃদ্ধ; আর তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটে তার পূর্বে; আর (যাদের মৃত্যু ঘটে না তারা সুযোগ পায় বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী) নির্দিষ্ট হওয়া সময় পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা** এবং তাদের Common sence (জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান)- কে ব্যবহার করার জন্য।

(মুমিন/৪০ : ৬৭)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির বোল্ড করা অংশ থেকে জানা যায়- বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী মানুষের আয়ুর একটি নির্দিষ্ট শেষ সীমা আছে এবং অনেক মানুষ ঐ শেষ সীমার আগে মারা যায়।

তথ্য-৭

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

অনুবাদ: আর কিসাসের মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে হে! উলিল আলবাবগণ, আশা করা যায় তোমরা আল্লাহ সচেতন হবে।

(বাকারা/২ : ১৭৯)

ব্যাখ্যা: কিসাস হলো, অন্যায়ভাবে হত্যাকারীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্রুত বিচার করে জনসমক্ষে হত্যা করার বিধান। তাই আয়াতখানিতে আল্লাহ বলেছেন- অন্যায়ভাবে হত্যাকারীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্রুত বিচার করে জনসমক্ষে হত্যা করার বিধান চালু করতে পারলে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে যাবে। এর কারণ হলো - এ বিধান চালু হলে অন্যায় হত্যা অনেক কমে যাবে।

'অন্যায় হত্যা' মানুষের মৃত্যুর একটি অনুঘটক (Factor)। তাই এ আয়াতের শিক্ষা হলো- অন্যায় হত্যাসহ মৃত্যুর যে কোনো অনুঘটক প্রতিরোধ করতে পারলে মানুষের আয়ু বেড়ে যাবে। ব্যক্তির আয়ু বাড়লেই শুধু গড় আয়ু বাড়ে।

তথ্য-৮

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.

অনুবাদ: আর না দীর্ঘায়ুদের মধ্য হতে কেউ আয়ু পায়, আর না কমে তার আয়ু হতে কিছু (আয়ু) কিতাবে (উম্মুল কিতাব) থাকা ব্যতীত; নিশ্চয় এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

(ফাতির/৩৫ : ১১)

ব্যাখ্যা: হাঁ বোধক করে বললে আয়াতখানির প্রথম অংশের বক্তব্য দাঁড়ায়- আর দীর্ঘায়ুদের মধ্যে কেউ আয়ু পায়, আর তার আয়ু হতে আয়ু কমে শুধু উম্মুল কিতাবের লেখা অনুযায়ী। **আয়াতখানির এ অংশে যা বলা হয়নি-** দীর্ঘায়ুদের মধ্য কেউ আয়ু হতে আয়ু বেশী পায়, আর তার আয়ু হতে আয়ু কমে। **এ অংশে যা বলা হয়েছে-** দীর্ঘায়ুদের মধ্য কেউ আয়ু পায় আর তার আয়ু হতে আয়ু কমে। তাই, এখান থেকে বোঝা যায়- মানুষের প্রকৃত আয়ু হলো- বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া আয়ু। ঐ প্রকৃত আয়ু থেকে কারো আয়ু কম হতে পারে কিন্তু বেশি হবে না।

আর আয়াতের এ অংশের **'কিতাবে থাকা লেখা অনুযায়ী'** কথাটির ব্যাখ্যা হলো- মানুষ আয়ু বেশি বা কম পেতে পারে তবে তা অবশ্যই হবে আল্লাহর নিকট থাকা উম্মুল কিতাবে লেখা থাকা প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধি-বিধান অনুযায়ী।

আয়াতখানির শেষে থাকা **'নিশ্চয় এটি আল্লাহর জন্য সহজ'** কথাটির ব্যাখ্যা হলো- অসংখ্য অনুঘটকের (Factor) মিশ্রণের (Permutation and combination) মাধ্যমে মানুষের মৃত্যুর যে অগণিত অবস্থান হতে পারে তা বের করা ও লিখে রাখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আল্লাহর জন্য তা অতি সহজ।

তথ্য-৯

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا

অনুবাদ: আর আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না, মৃত্যুর অনুমতি সুস্পষ্টভাবে (উম্মুল কিতাবে) লিপিবদ্ধ আছে ।

(আলে-ইমরান/৩ :১৪৫)

ব্যাখ্যা: আল কুরআনের যে সকল স্থানে 'আল্লাহর অনুমতি' কথাটি বলা হয়েছে তার অধিকাংশ স্থানে অনুমতি বলতে অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর তৈরি

করে রাখা প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধি-বিধান আলোকে দেয়া অনুমতি বুঝানো হয়েছে। তাই আয়াতখানির ব্যাখ্যা হলো- আল্লাহর তৈরি মৃত্যুর প্রোগ্রামে থাকা অনুঘটকসমূহের যথাযথ মিলন হওয়া ব্যতীত কারো মৃত্যু হয় না, মৃত্যুর প্রোগ্রাম /প্রাকৃতিক আইন/বিধি-বিধান সুস্পষ্টভাবে উম্মুল কিতাবে (লাওহে মাহফুজে থাকা মূল কিতাব) লিপিবদ্ধ আছে।

তথ্য-১০

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ

অনুবাদ: আর তোমরা আত্মহত্যা করো না ।

(নিসা/৪ : ২৯)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আত্মহত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই আত্মহত্যা করা ইসলামে কবীরা গুনাহ।

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ: ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষ ছাড়া কেউ বিয়ে করবে না; মুমিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(নূর/২৪ : ৩)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত থেকে জানা যায়, মুশরিক নারীকে বিয়ে করা মু'মিনদের জন্য নিষিদ্ধ। অর্থাৎ কোনো মু'মিন মুশরিক নারীকে মুসলিম না বানিয়ে বিয়ে করলে সে বড় গুনাহগার হবে।

এ দু'খানি আয়াত থেকে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে- আত্মহত্যা করা এবং মুশরিক নারীকে মুসলিম না বানিয়ে বিয়ে করা বড় গুনাহর কাজ। অন্যদিকে- কুরআন বা সুন্নাহর কোথাও জন্মের সাথে সওয়াব বা গুনাহকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়নি। অর্থাৎ কুরআন বা সুন্নাহর কোথাও বলা হয়নি যে- অমুক ঘর, দেশ বা কালে জন্মগ্রহণ করলে সওয়াব। আর অমুক ঘর, দেশ বা কালে জন্মগ্রহণ করলে গুনাহ।

জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ের বিষয়ে কুরআনে উল্লেখিত শাস্তির বিধানের মধ্যে এ পার্থক্যের কারণ হলো-

১. জন্ম কোথায় এবং কখন হবে এ বিষয়ে ভ্রুণ তথা জন্ম নেয়া মানুষটির ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার কোনো ভূমিকা নেই

২. মৃত্যু ও বিয়ে বিষয় দু'টি ঘটা বা না ঘটার ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার বিরাট ভূমিকা আছে। অর্থাৎ মৃত্যু ও বিয়ে বিষয় দু'টি সময় ও কারণ মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে পারে।

মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

এ পর্যায়ে এসে সহজে বলা যায় যে- মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী- কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে, মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো-

১. বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর একটি নির্দিষ্ট শেষ সময় আছে। ঐখানে পৌঁছালে (যা সাধারণত সম্ভব নয়) মানুষকে অবশ্যই মৃত্যু বরণ করতে হবে।

২. মৃত্যুর ঐ নির্দিষ্ট শেষ সময়ের আগে, রোগ হওয়া এবং তার যথাযথ চিকিৎসা দিতে পারা বা না পারার ভিত্তিতে, প্রতিটি মূহূর্তে মানুষের মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া আয়ুর শেষ সীমার ভিতরে থেকে মানুষ আয়ু বেশি পেতে পারে আবার কমও পেতে পারে।

মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ﷺ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً.

অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন -রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬৭৮)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে জানা যায় প্রত্যেক রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ তথা চিকিৎসা আছে। অর্থাৎ রোগে মৃত্যু হবে কিনা তা নির্ভর করে রোগনির্ণয় ও যথাযথ চিকিৎসা প্রদানের ওপর। কঠিন রোগ হলেও আল্লাহর তৈরী

প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইনে থাকা যথাযথ চিকিৎসা দিতে পারলে সে রোগ ভাল হয়ে যাবে এবং জীবন এগোতে থাকবে। অন্যথায় ঐখানে মৃত্যু হবে।

হাদীস-২

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অনুবাদ: জাবের (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন- সকল রোগের জন্যে ঔষধ আছে। যখন সঠিক ঔষধ রোগের জন্যে প্রয়োগ করা হয় তখন রুগী আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছায় সেরে উঠে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ : সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৮৭১)

ব্যাখ্যা: ১নং হাদীসখানির ন্যায় এ হাদীসখানি থেকেও জানা যায়- রোগে মৃত্যু হবে কিনা তা নির্ভর করে রোগ নির্ণয় ও যথাযথ চিকিৎসা প্রদানের ওপর। কঠিন রোগ হলেও আল্লাহর তৈরী প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইনে থাকা যথাযথ চিকিৎসা দিতে পারলে সে রোগ ভালো হয়ে যাবে এবং জীবন এগোতে থাকবে। অন্যথায় ঐখানে মৃত্যু হবে।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي خِزَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةً نَتَّقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ.

অনুবাদ: ইমাম তিরমিজি (রহ.) আবু খোজামা (রা.) এর বর্ণনা, সনদের ৪র্থ ব্যক্তি ইবনে আবী ওমর (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন-আবু খোজামা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন- আমি একদিন রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাসা করলাম আমরা যে মন্ত্র পাঠ করে থাকি, ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করে থাকি বা বিভিন্ন উপায়ে আমরা যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে থাকি, তা কি ফলাফলের কিছু প্রতিরোধ করতে পারে ? রাসূল (স.) বললেন, তোমাদের ঐ সকল চেষ্টাও আল্লাহ নির্ধারিত প্রাকৃতিক আইনের (কদর) অন্তর্গত।

- সুনানুত তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী, أَبْوَابُ الطِّبِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (চিকিৎসা অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالأَدْوِيَةِ (ঝাঁড়-ফুক ও ঔষধ পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২০৬৫, পৃ. ৩৮০।

ব্যাখ্যা: হাদীসখানির মাধ্যমে জানা যায়, একজন সাহাবী রাসূল (স.)-এর নিকট জানতে চেয়েছিলেন- রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের যে চেষ্টা (মন্ত্র পাঠ, ঔষধ প্রয়োগ, অপারেশন করা ইত্যাদি) মানুষ করে তাতে রোগের যে ফলাফল আল্লাহ তা'য়ালা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা পরিবর্তন হয় কিনা। উত্তরে রাসূল (স.) বলেছেন- মানুষের ঐ সকল চেষ্টাও আল্লাহর তৈরি রোগ নিরাময়ের প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধানের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মানুষের ঐ চেষ্টা যদি আল্লাহর তৈরি রোগ নিরাময়ের প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধান অনুযায়ী হয়ে তবে রোগ সেরে উঠবে। অন্যথায় নয়। তাই, এ হাদীস থেকেও জানা যায়- মৃত্যু হবে কি হবে না তা নির্ভর করে রোগ ও তার চিকিৎসার ধরনের উপর।

হাদীস-৪

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَصَابَهُ جُرْحٌ فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّمَ وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ فَنَظَرَا إِلَيْهِ فَزَعَمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُمَا أَيُّكُمَا أَطَبُّ فَقَالَا أَوَ فِي الطِّبِّ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الْأَدْوَاءَ.

অনুবাদ: যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) বলেন, রাসূল (স.) এর সময় এক ব্যক্তি আহত হয় এবং তার ক্ষতে পঁচন ধরে। রাসূল (স.) লোকটির চিকিৎসার জন্যে বনি আনসার গোত্র থেকে দু'জন চিকিৎসক ডেকে পাঠান। তারা আসলে রাসূল (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত ভালো চিকিৎসক? তারা উত্তরে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল (স.) চিকিৎসায় কি ভালো-খারাপ আছে?' যায়েদ (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বললেন -'যিনি রোগ পাঠিয়েছেন তিনি ঔষধও পাঠিয়েছেন'।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদীস নং ৩৪৭৪)

ব্যাখ্যা: এখানে দেখা যায় দু'জন চিকিৎসকের মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত ভালো তা রাসূল (স.) জানতে চান। উত্তরে চিকিৎসকদ্বয় জানতে চেয়েছেন চিকিৎসায় ভালো-খারাপ আছে কিনা? অর্থাৎ ঐ চিকিৎসকদ্বয় মনে করতেন- মৃত্যুর সময় আগে নির্ধারিত আছে। তাই ভাল চিকিৎসক চিকিৎসা করলে ফলাফল যা হবে খারাপ চিকিৎসক চিকিৎসা করলেও ফলাফল তাই হবে। এ কথার উত্তরে রাসূল (স.) বলেছেন-'যিনি রোগ পাঠিয়েছেন তিনি ঔষধও পাঠিয়েছেন'। এ কথার মাধ্যমে রাসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন যে- প্রত্যেক রোগেরই চিকিৎসা আছে। তাই যে চিকিৎসক অধিকতর সঠিক রোগনির্ণয় ও ঔষধ দিতে পারবে তার হাতে রুগি সেরে উঠার সম্ভাবনা বেশী হবে।

তাহলে এ হাদীস থেকেও জানা যায় যে, রোগ-ব্যাধিতে মৃত্যু হবে কি হবে না তা নির্ভর করে রোগ ও তার চিকিৎসার ধরনের উপর।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَتِ الْأَعْرَابُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: " نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ قَالَ: دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ .

অনুবাদ: ইমাম তিরমিজি (রহ.) উসামা বিন শরীক (রা.) এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি বিশর বিন মুয়া'জ আলআকাদী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন- উসামা বিন শরীক (রা.) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স.) এর সাথে ছিলাম। তখন কিছু আরব এসে রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাসা করলো, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি রোগের জন্য ঔষধ গ্রহণ করব?' উত্তরে রাসূল (স.) বললেন, 'হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা ঔষধ গ্রহণ করবে। আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি, শুধু একটি রোগ ব্যতীত।' তারা জিজ্ঞাসা করল, সেটি কী ? তিনি বললেন, সেটি হল বার্ধক্য।

- সুনানুত তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী, أَبْوَابُ الطِّبِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (চিকিৎসা অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّوَاءِ وَالحَثِّ عَلَيْهِ (ঔষধ ও সে ব্যাপারে উৎসাহিত করা পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২০৩৮, পৃ. ৩৭৬।

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিতে পূর্বের ৪টি হাদীসের ন্যায় রাসূল (স.) প্রথমে জানিয়ে দিয়েছেন -প্রত্যেক রোগ নিরাময়ের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধান তৈরি করে রেখেছেন। ঐ প্রোগ্রাম অনুসরণ করে চিকিৎস দিতে পারলে সকল রোগ ভাল হয়ে যাবে এবং জীবন এগোতে থাকবে।

হাদীসখানির শেষে রাসূল (স.) বলেছেন একটি রোগের কোন চিকিৎসা নাই। সে রোগটি হলো বার্ধক্য। বার্ধক্য হলো বয়োবৃদ্ধির নিয়মের (Aging process) ফল। তাই হাদীসখানির এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী মানুষকে একদিন অবশ্যই মরতে হবে। ঔষধ সেটি বিলম্বিত করতে পারে কিন্তু বন্ধ করতে পারবে না। অর্থাৎ রাসূল (স.) হাদীসখানির এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন- বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী মানুষের আয়ুর একটি নির্দিষ্ট শেষ সময় আছে যেখানে পৌঁছালে মানুষকে অবশ্যই মরতে হবে।

এর পূর্বে মানুষের মৃত্যু হবে কিনা তা নির্ভর করবে রোগ ও তার চিকিৎসার ওপর।

♣♣ তাহলে দেখা যায়- মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী অনেক হাদীস উপস্থিত আছে। আর তা থাকারই কথা কারণ রাসূল (স.)কে প্রেরণের উদ্দেশ্যই হলো কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে কুরআনকে ব্যাখ্যা করা।

যে সকল আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা থেকে মৃত্যুর সময় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা

তথ্য-১

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ . وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

অনুবাদ: আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে, অন্যথায় মৃত্যু এলে সে বলবে- হে আমার প্রতিপালক! যদি আমাকে আরো কিছু সময়ের অবকাশ দিতেন তবে আমি দান-সাদকা করতাম এবং সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) মানুষকে অবকাশ দেন না যখন তার নির্ধারিত সময় (মৃত্যু) উপস্থিত হয়; তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অবহিত।

(মুনাফিকুন/৬৩ : ১০, ১১)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: এ আয়াতের 'প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় যখন এসে যায় তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেন না' অংশ এবং আরো কিছু আয়াতের একই ধরনের বক্তব্যের অসতর্ক ব্যাখ্যা থেকে চালু হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর একটি মাত্র সময়, স্থান ও কারণ নির্দিষ্ট আছে যার কোন ব্যতিক্রম হবে না।

প্রচলিত ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা:

আল কুরআন ব্যাখ্যার প্রধানতম মূলনীতি হলো- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন বক্তব্য নেই। আয়াতে কারীমার উল্লিখিত অংশের প্রচলিত ব্যাখ্যাটি পূর্বোল্লিখিত কুরআন, হাদীস, Common sense ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্যের সরাসরি বিপরীত। তাই, প্রচলিত ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

প্রকৃত ব্যাখ্যা: আয়াতখানিতে বলা হয়েছে প্রত্যেক মানুষকে সাদাকা তথা সৎকাজ করে সকল সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ, মৃত্যু উপস্থিত হলে

চাইলেও আর কেউ সাদাকা করার জন্য অবকাশ পাবে না। আর সে মৃত্যু আসতে পারে-

১. বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী আয়ুর নির্দিষ্ট শেষ সময়ে। যেখানে পৌঁছালে (যা সাধারণত সম্ভব নয়) মানুষকে অবশ্যই মৃত্যু বরণ করতে হবে।
২. বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী মৃত্যুর নির্দিষ্ট শেষ সময়ের পূর্বে যেকোন মুহূর্তে। কারণ, জীবনের যেকোন মুহূর্তে আল্লাহ নির্ধারিত মৃত্যুর অনুঘটক সমূহের সমন্বয় ঘটতে পারে। আর তা ঘটলে ব্যক্তির অবশ্যই মৃত্যু হবে।

তথ্য-২

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ

(আলে-ইমরান/৩ : ১৫৪)

প্রচলিত একটি অসতর্ক অনুবাদ: 'ইহাদের আসল বক্তব্য এই যে, যদি কর্তৃত্বের ইখতিয়ারে আমাদেরও কোন অংশ হইতো তবে এখানে আমরা নিহত হইতাম না। তাহাদিগকে বলো, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও অবস্থান করিতে তবে যাহাদের মৃত্যু অবধারিত ছিল তাহারা নিশ্চয়ই তাহাদের নিহত হওয়ার স্থানের দিকে বাহির হইয়া আসিত'।

(তরজমায়ে কুরআন মজীদ)

প্রচলিত অসতর্ক অর্থ থেকে চালু হওয়া কথা: যার মৃত্যু যেখানে লেখা আছে সে পায়ে হেঁটে সেখানে পৌঁছে যাবে।

আয়াতখানির প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা: আয়াতখানির শানে নুযুল হলো- ওহুদ যুদ্ধে পিছন দিক দিয়ে এসে শত্রুরা যেন আক্রমণ করতে না পারে সে জন্য কিছু সাহাবীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ সার্বক্ষণিকভাবে পাহারা দেয়ার জন্য রাসূল (স.) নিয়োগ করেছিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে শত্রুরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে থাকলে গিরিপথ পাহারাদানকারী সাহাবীগণ গণীমতের মাল কুড়ানোর জন্য গিরিপথটি অরক্ষিত রেখে চলে আসে। এ সুযোগে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে কাফিররা পিছন দিক থেকে এসে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে। ফলে মুসলিম বাহিনী বিরাট বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে এবং তাদের অনেকে শহীদ হয়। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কিছু সাহাবী ঐ বিপর্যয় সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন তা আয়াতের প্রথমে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। সে কথা হলো- **'এ ব্যাপারে কর্তৃত্বে আমাদের কোনো অধিকার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না'।**

তাদের ঐ কথার উত্তর হিসেবে আল্লাহ আয়াতের পরের অংশের কথাগুলো বলেছেন। তাই, আয়াতখানির অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে হবে যুদ্ধ, যোদ্ধা, যুদ্ধ ময়দানের অবস্থা ও যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের নীতিমালাকে সামনে রেখে। সাধারণ মৃত্যুর অবস্থা সামনে রেখে নয়।

তাই, শানে-নুযুলের বিষয়গুলো খেয়াল রাখলে বুঝা যায় আলোচ্য আয়াতের **প্রকৃত ব্যাখ্যামূলক অর্থ হবে**- তারা বলে, এ যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের কর্তৃত্ব থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। তাদের বলো, তোমরা যদি নিজ ঘরেও থাকতে আর যুদ্ধের স্থানের দিকে অন্যকারো নির্দেশে বের হয়ে আসতে তবুও তারা নিহত হতো যাদের যুদ্ধ ময়দানের অবস্থা অনুযায়ী আল্লাহ নির্ধারিত প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধান অনুযায়ী নিহত হওয়া অবধারিত ছিল।

এ অনুবাদ সঠিক হওয়ার প্রমাণ-

তথ্য-১

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ

অনুবাদ: আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর (সাহায্যের) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা (ওহুদের যুদ্ধে প্রথমদিকে) আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতিক্রমে তাদেরকে পরাস্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছিলে; (এ অবস্থা চলেছিলো) যে পর্যন্ত না তোমরা দুর্বলতা দেখালে এবং (রাসূলের দেয়া) নির্দেশ সম্বন্ধে মতপার্থক্য করলে এবং তোমরা যা ভালোবাসো তা (গণীমত) দেখার পর তোমরা অবাধ্য হলে; তোমাদের কেউ দুনিয়া চাচ্ছিলো এবং কেউ চাচ্ছিল আখিরাত; তখন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য তাদের (মোকাবিলায়) তোমাদেরকে পেছনে ফেলে দিলেন; এতদসত্ত্বেও তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন; আর আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

(আলে-ইমরান/৩ : ১৬৫)

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ

অনুবাদ: এ কি ব্যাপার, যখন (ওহুদে) তোমাদের উপর বিপদ এলো যদিও তোমরা (বদরে) তার দ্বিগুণ (বিপদ শত্রুদের জন্য) ঘটিয়েছিলে, তোমরা বললে- এটা কিভাবে এলো? বলে দাও, এটা তোমাদের নিজেদের থেকেই এসেছে (রাসূলের নির্দেশ না মানার কারণে); নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

(আলে ইমরান/৩ : ১৫২)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: আয়াত দু'খানি থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে- ওহুদের যুদ্ধে যে বিপর্যয় মুসলিমদের ঘটেছিল এবং যাতে অনেক সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন সেটি আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত ছিল বলে ঘটেছে বিষয়টি এমন নয়। এটি ঘটেছিল রাসূল (স.)-এর নির্দেশিত যুদ্ধে নিহত না হওয়ার আল্লাহ নির্ধারিত প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধান মুসলিম যোদ্ধাদের না মানার জন্য।

আল্লাহ নির্ধারিত প্রোগ্রাম হলো- শত্রুদের পেছন দিক থেকে এসে আক্রমণ করা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা না নিলে বা নেয়া ব্যবস্থাকে অবহেলা করলে যুদ্ধে জান ও মালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হওয়া অবধারিত।

মৃত্যুর নির্ধারিত সময় পরিবর্তন করা সম্ভব কিনা?

বিভিন্ন অনুঘটকের সংমিশ্রনের মাধ্যমে আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইনে মৃত্যুর যে সময় নির্দিষ্ট করা আছে মানুষের পক্ষে তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তবে মহান আল্লাহ তাঁর নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তা পারেন। আর আল্লাহ তা করেন কোন অনুঘটকের কার্যকারিতা পরিবর্তন করে দেয়ার মাধ্যমে। আল্লাহ ঐ নির্বাহী আদেশ দেন 'কুন' শব্দের মাধ্যমে। যেমন, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে কেউ পড়ে গেলে বা কাউকে ফেলে দেয়া হলে তার মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু ইব্রাহীম (আ.) কে যখন জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল তখন আল্লাহ তায়ালা ঐ আগুনের প্রতি নিম্নোক্তভাবে তাঁর নির্বাহী আদেশ প্রয়োগ করলেন-

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

অনুবাদ: আমরা বললাম- হে আগুন! শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হয়ে যাও ইব্রাহীমের জন্যে।

(আম্বিয়া/২১ : ৬৯)

আল্লাহর এই আদেশের সাথে সাথে আগুনের দাহ্যক্ষমতা চলে যায় এবং তা ইব্রাহীম (আ.) এর জন্যে শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা তথা এয়ার কন্ডিশানে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে নিজের তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধি-বিধান নিজে ভঙ্গ করা কোন ভাল শাসকের পরিচয় বহন করে না। আল্লাহ হলেন সবচেয়ে ভালো শাসক। তাই নিজের তৈরী আইন তিনি সহসা ভাঙ্গেন না। মানব সভ্যতার কল্যাণের জন্যে বিশেষভাবে দরকার হলে শুধু তিনি তা ভাঙ্গেন বা পরিবর্তন করেন।

আয়ু বৃদ্ধি হওয়ার জন্যে মানুষ যা করতে পারে

আয়ু বৃদ্ধি হওয়ার জন্যে মানুষ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে পারে-

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধান জীবন হরণকারী বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা

২. জীবন হরণকারী বিষয় ঘটলে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধানে থাকা পদ্ধতি অনুযায়ী যথাযথভাবে তার চিকিৎসা করা।

৩. যে সকল জীবন হরণকারী বিষয়ের চিকিৎসা এখনো আবিষ্কার হয়নি তা নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

৪. আল্লাহর নিকট দোয়া করা যেন তিনি-

ক. জীবন হরণকারী বিষয় থেকে দূরে থাকতে সহায়তা করেন।

খ. জীবন হরণকারী বিষয় ঘটলে তার যথাযথ চিকিৎসা হওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেন।

গ. জীবন হরণকারী বিষয়ের কার্যকারিতা পরিবর্তন করে দিয়ে মৃত্যু হতে না দেন।

ঘ. অথর্ব হয়ে যাওয়ার আগে মৃত্যু দেন।

শেষ কথা

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কুরআন, হাদীস, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও Common sense-এর তথ্য পর্যালোচনা করে আমার পক্ষে যা জানা ও বুঝা সম্ভব হয়েছে তা লিখেছি। আপনাদের নিকট আরো তথ্য থাকতে পারে। দয়া করে আমাকে তা জানালে এবং সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ। আশা করি বইটি মৃত্যুর সময় সম্পর্কে সারা বিশ্বে উপস্থিত থাকা ব্যাপক ভুল ধারণা উৎপাটন করতে সহায়ক হবে। আর এর মাধ্যমে মুসলিম জাতি যেমন দীর্ঘায়ু হয়ে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে জীবন কাটাতে পারবে, অন্যদেরও তেমনি পথ দেখাতে পারবে। ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রেখে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি।

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহঃ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রাসূল মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেনো আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?

৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেনো?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা (চলমানচিত্র)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দ্বারা কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কী?
৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষের শেষ ভাষণ (বিদায় হজ্বের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. শতবার্তা
   (পকেট কনিকা, যাতে আছে উপরোল্লিখিত ৩৪টি বইয়ের মূল শিক্ষাসমূহ)
৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
   (যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থানঃ

- ❑ কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
  ১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন: ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

- ❑ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন: ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়-

ঢাকা

- ❑ **প্রফেসর'স বুক কর্ণার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
  মোবা: ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- ❑ **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স**, বাংলাবাজার, ঢাকা
  মোবাইল: ০১৭১১১৮৫৮৬
- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
  মোবাইল: ০১৬৭৪৯১৬৬২৮
- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার,
  মোবা: ০১৭২৮১১২২০০
- ❑ **কাটাবন বুক কর্ণার,** কাটাবন মোড়, শাহাবাগ, মোবা: ০১৯১৮৮০০৮৪৯
- ❑ **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা,
  মোবা: ০১৭১১২৬২৫৯৬
- ❑ **Good World লাইব্রেরী,** ৪০৭/এ খিলগাও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯
  মোবাইল: ০১৮৭৩১৫৯২০৪
- ❑ **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড ষ্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা:
  ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
- ❑ **সালেহীন প্রকাশনী** ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা,
  মোবা: ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫
- ❑ **সানজানা লাইব্রেরী** ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
  মোবা: ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- ❑ **আল ফারুক লাইব্রেরী,** হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী,
  মোবা: ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- ❑ **মিল্লাত লাইব্রেরী,** তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর
  মোবাইল: ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- ❑ **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়নগঞ্জ
  মোবা: ০১৯১৫০১৯০৫৬
- ❑ **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল: ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- ❑ **বিশ্বাস লাইব্রেরী,** ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে
- ❑ **এমদাদিয়া লাইব্রেরী**, বাইতুল মোকাররম দক্ষিন গেইট, গুলিস্থান, ঢাকা
  মোবাইল:০১৭৮৭৭২০৮০৯

- ❑ **ইনসাফ লাইব্রেরী এ্যান্ড জেনারেল ষ্টোর**, আইডিয়াল স্কুল লেন, যাত্রাবাড়ী
  মোবাইল:০১৬৭৩৪৯৪৯১৯
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ষ্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল:০১৯১৩১৮৮৯০২

চট্টগ্রাম

- ❑ **আজাদ বুকস্,** ১৯ শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
  মোবা: ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- ❑ **ফয়েজ বুকস্,** শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম,
  মোবা: ০১৮১৪৪৬৬৭৭২, ০১৮৬৪৪৬৯১৭৭
- ❑ **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া**, মিজান রোড, ফেনী, মোবাইল: ০১৮১৯৬০৭১৭০
- ❑ **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা, মোবাইল: ০১৭১৫৯৮৮৯০৯
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা, মোবাইল: ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- ❑ **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী**, ষ্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল: ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- ❑ **আল বারাকা লাইব্রেরী**, চকবাজার,লক্ষ্মীপুর, মোবাইল: ০১৭১৫৪১৫৮৯৪
- ❑ **তাজমহল লাইব্রেরী**, জে.এম সেনগুপ্ত রোড, (কালিবাড়ী মোড়ের পূর্ব পার্শ্বে), চাঁদপুর
  মোবাইল: ০১৭১৫৮৯৬৮২২, ০১৯৭৯৮৩৪৭০৮
- ❑ **মোহাম্মদীয় লাইব্রেরী**, জে.এম সেনগুপ্ত রোড, (বিদ্যুৎ অফিসের পার্শ্বে), চাঁদপুর
  মোবাইল: ০১৮১৩৫১১১৯৪

খুলনা

- ❑ **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা, মোবাইল: ০১৭১১-২১৭২৮৮
- ❑ **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা, মোবাইল: ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- ❑ **হেলাল বুক ডিপো**, ভৈরব চত্তর, দড়াটানা, যশোর, মোবাইল: ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- ❑ **এটসেটেরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ, মোবা: ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- ❑ **আরাফাত লাইব্রেরী**, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, মোবাইল: ০১৭১২-০৬৩২১৮
- ❑ **আশরাফিয়া লাইব্রেরী**, এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট,
  মাগুরা। মোবাইল: ০১৯১১৬০৫২১৪

সিলেট

- ❑ **বুক হিল,** রাজা ম্যানশন, নিচতলা, জিন্দা বাজার, ঢাকা, মোবাইল: ০১৯৩৭৭০০৩১৭
- ❑ **সুলতানিয়া লাইব্রেরী**, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭৮০৮৩১২০৯
- ❑ **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ,
  মোবাইল: ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- ❑ **কুদরতিয়া লাইব্রেরী**, সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার,
  মোবা: ০১৭১৬৭৪৯৮০০

রাজশাহী

- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী,
  মোবা: ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- ❑ **আদর্শ লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- ❑ **আল হামরা লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১২৮৩৩৫৭৩
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর, মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- ❑ **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, মোবাইল:০১৭৯৩-২০৩৬৫২
- ❑ **মিতা প্রকাশনী,** শাহী মসজিদের পার্শ্বে, ষ্টেশন রোড, রংপুর, মোবাইল:০১৭১৬৩০৪৯৬০